জুমা'র অকাট্য দলীল

মরহুম পীর হজরৎ মওলানা শাহ ছুফী
হাজী নেছারুদ্দীন আহমদ ছাহেবের

অনুমোদনে—

মওলবী নুরুদ্দীন আহমদ
কর্ত্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত।

মাদ্রাছাহ লাইব্রেরী
পোঃ দারুছ ছুন্নাৎ, বাকেরগঞ্জ।
৩য় সংস্করণ, ১৩৬১ বাং
মূল্য চারি আনা।

নিবেদন

ইতিপূর্ব্বে জুমা বিষয়ক ৫ খানা ছোট বড় কেতাব প্রণয়ন করিয়া সমাজের খেদমতে হাজির করিয়াছি। সম্প্রতি এই ক্ষুদ্র কেতাবখানা মুদ্রিত করিয়া সমাজের খেদমতে হাজির করিতেছি। কাফের বাদশার রাজ্যে ও আমীর কাজী বিহীন দেশেও মুছুল্লিগণের খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িতে হইবে ইহার অকাট্য দলীল সমূহ হইতে কতক উদ্ধার করাই এই কেতাবের উদ্দেশ্য। পরিশেষে বিশুদ্ধ বড় মছজিদের ছহি কওলের ও আখেরেজ্জোহরের কতক দলীল এতৎসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রত্যেকটিই আমার কৃত মাছায়েলে ছালাছ ও আল্‌জুমা প্রভৃতি কেতাবে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ একটু মনযোগ সহকারে সরল প্রাণে কেতাবখানা পাঠ করিলে তাঁহাদের মন হইতে সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ দূর হইবে এবং জুমার নামাজে যোগদান করিয়া এছলামের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং এতদ্দেশে জুমা পড়ার অকাট্য দলীল সমূহ অবগত হইতে পারিবেন। ইতি—২৫।৭।৪৭ বাং

বিনীত—

نثار الدين احمد

শর্ষিণা, বাকেরগঞ্জ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন ...	৩
২। অমুছলমান বাদশার রাজ্যে জুমা পড়ার দলিল	৫
৩। আমীর ও কাজী অভাবে জুমা পড়ার বিধান	১০
৪। বড় মছজিদের কওল অগ্রগণ্য হইবার কারণ	১৪
৫। বড় মছজিদের কওলের অকাট্য দলীল	১৬
৬। আখেরোজ্জোহর পড়িবার অকাট্য প্রমাণ	২৪
৭। জুমার নামাজের ফজিলৎ ...	২৯
৮। জুমা তরককারীর গুনাহ ...	৩১

মওলবী হাকীম আবদুল আজিজ কর্ত্তৃক
সরসিনা মাদ্রাছাহ্ প্রেসে মুদ্রিত।
পোঃ দারুচ্ছুন্নৎ, বরিশাল (পূর্ব্ব পাকিস্তান)

জুমা'র অকাট্য দলীল

১। জুমা'র নামাজ পড়া ফরজে আইন

প্রশ্ন—হুজুর! জুমা'র নামাজ পড়া কি?

উঃ—পবিত্র কোর্‌আন মজিদে ছুরে জুমা'য় আছে—

يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله الخ *

অর্থাৎ "হে ইমানদারগণ! যখন জুমা'র দিনে তোমাদিগকে নামাজের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর জেকরের দিকে ধাবমান হও।"

এই আয়াত দ্বারা জুমা'র নামাজ পড়া ফরজ আইন প্রমাণ হইয়াছে।

১। যথা—তফছিরে বাগবি (৮ম খণ্ড)

اعلم ان صلوة الجمعة من فروض الاعيان فيجب
على من جمع العقل والبلوغ والحرية والذكوران
والاقامة اذا لم يكن له عذر فمن تركها استحق الوعيد

অর্থাৎ—অবগত হও যে, জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন, সুতরাং বুদ্ধিমান (পাগল নহে) বয়োপ্রাপ্ত, স্বাধীন, (খরিদা

গোলাম নহে) পুরুষ, মকিম, (শরিয়ত অনুযায়ী প্রবাসী নহে) এবং যাহাদের শরীয়ৎ-গ্রাহ্য কোন ওজর নাই, তাহাদের প্রতি জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন। যে ইহা তরক করিবে সে ভয়যুক্ত শাস্তির অধিকারী হইবে।

২। ফৎহোল কাদীর কেতাবে লিখিত আছে—

اعلم أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب و السنة
والاجماع ويكفر جاحدها *

অর্থাৎ—জানিয়া রাখ যে, কোর্‌আন, হাদীছ ও এজমা দ্বারা জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন প্রমাণিত হইয়াছে। যে ইহা অস্বীকার করিবে, সে কাফের হইবে।"

৩। কেফায়া কেতাবে লিখিত আছে—

اعلم ان الجمعة فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر
جاحدها تثبت فرضيتها بالكتاب و لسنة والاجماع والامة

অর্থাৎ—অবগত হও যে, জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন। ইহা তরক করিবার সাধ্য নাই। ইহাকে ফরজ জ্ঞান না করিলে, কাফের হইবে। ইহা কোর্‌আন, হাদীছ, ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। দোর্‌রুল মোখতার—

هي فرض عين يكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي

অর্থাৎ—জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন। এই ফরজকে ফরজ না জানিলে কাফের হইবে। যেহেতু ইহা দলীলে কেৎয়ী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

৫। দোর্‌রুল মোন্তাকা কেতাবে আছে—

هي فرض عين لا يسع تركها فيكفر جاحدها ۔

অর্থাৎ—জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন। ইহা তরক করিবার উপায় নাই। ইহাকে ফরজ জ্ঞান না করিলে কাফের হইবে।

৬। বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা আইনী কেতাবে লিখিত আছে—

صلوة الجمعة فريضة محكمة جاحدها كافر بالاجماع ۔

অর্থাৎ—জুমার নামাজ পড়া ফরজে আইন। ইহাকে ফরজ না জানিলে কাফের হইবে। ইহা এজমা দ্বারা স্থির হইয়াছে।

উপরের দলীল সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বালেগ, বুদ্ধিমান, সুস্থ প্রভৃতির প্রতি জুমা পড়া ফরজে আইন। ইহা অস্বীকার করিলে কাফের হইবে এবং আলস্য বশতঃ ত্যাগ করিলে কবিরা গুণাহ হইবে।

২। অমুছলমান বাদশার রাজ্যে জুমা পড়ার দলীল

২য় প্রশ্ন—হুজুর। জুমার নামাজ পড়া যে ফরজে আইন তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি, কিন্তু কোনও কোনও আলেম বলিয়া থাকেন যে, জুমার নামাজের জন্য মুছলমান বাদশাহ হওয়া ফরজ শর্ত্ত বিশেষ। কিন্তু আমরাতো অমুছলমান রাজার অধীনে বাস করি। কাজেই আমাদের দেশে মুছলমান বাদশাহ ও নাই, এবং আমীর কাজীও নাই, অতএব আমাদের এতদ্দেশ গ্রাম—কাজেই খোৎবা, এজ্‌নে আম, ওয়াক্ত ও জমা'ত, জুমার এই চারিটি

ফরজ শর্ত্ত পাওয়া গেলেও আমাদের দেশে জুমা পড়া মকরুহ তাহরীম। তাঁহাদের এই উক্তি সত্য কিনা জানাইয়া বাধিত করিতে মরজি করুন।

উঃ—বৎস! জুমার নামাজের জন্য মুছলমান বাদশাহ হওয়া শর্ত্ত নহে। বরং কাফের বাদশার মুলুকেও মুছলমানগণ খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে। নিম্নে তাহার দলীল দিতেছি।

১। জামেউর রমুজ কেতাবে লিখিয়াছে—

والاطلاق مشعر بان الاسلام ليس بشرط *

অর্থাৎ—জুমার নামজের জন্য বাদশার শর্ত্ত করা হইয়াছে. কিন্তু বাদশাহ মুছলমান হইবে এমন কোনও কথা উল্লেখ নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, জুমার জন্য বাদশাহ মুছলমান হওয়া শর্ত্ত নহে।

উক্ত জামেউর রমুজ কেতাবে অরও লিখিত আছে—

هذا اذا امكن استيذانه والا فالسلطان ليس بشرط فلوا جتمعوا على رجل و صلوا به جاز *

অর্থাৎ—বাদশার অনুমতি আনয়ন করা সম্ভব হইলে সেই সময়ই বাদশার শর্ত্ত। বাদশার অনুমতি আনয়ন করা যদি অসম্ভব হয় তাহা হইলে সে সময় বাদশার শর্ত্ত রহিত হইয়া যাইবে এবং মুছল্লিগণ মিলিত হইয়া একজনকে খতিব নির্ব্বাচন করিয়া জুমার নামাজ আদায় করিবে।

২। প্রসিদ্ধ আরকানে আরবা, কেতাবে লিখিয়াছে—

ثم المشائخ قالوا لو كان الكافر ولي بلدة فيجب علی مسلمي تلك البلدة ان يقيم الجمعة ويسقط شرط الامام عندهم والا انه يجب عليهم طلب امام مسلم *

অর্থাৎ—ফকিহ মশায়েখগণ বলিয়াছেন যে, দেশের রাজা যদি কাফেরও হয় তবে সে দেশের মুছলমানগণের প্রতি জুমার নামাজ কায়েম করা ফরজ, সুতরাং তাহাদের উপর হইতে বাদশার শর্ত্ত উঠিয়া যাইবে। তবে তাহাদের জন্য একজন মোছলমান এমাম অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

৩। জাহের রওয়ায়েতের মবছুত কেতাব হইতে গায়াতোল আওতার কেতাবে লিখিয়াছে—

اور معراض الدرایہ میں مبسوط سے منقول ہے۔ اگر حاکم کفار ہوں تو مسلمان جو قائم کرنا جمعہ درست ہے اور مسلمان کے رضامندی سے قاضی بھی قاضی ہو جائیگا۔

অর্থাৎ—মেরাজোদ্দেরায়া কেতাবে জাহের রওয়ায়েতের মবছুত নামক কেতাব হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাফের বাদশার মুলুকেও মুছলমানগণের জুমার নামাজ কায়েম করা ফরজ। যেখানে মুছল্লিগণের নির্ব্বাচনে কাজী বা খতিব নির্ব্বাচিত হইবেন।

৪। এই প্রকার শামী কেতাবে লিখিয়াছে যে—

فلو السولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين *

অর্থাৎ—রাজ্যের বাদশা কাফের হইলেও সে দেশের মোছলমানগণের প্রতি জুমার নামাজ কায়েম করা জায়েয। সেখানে মোছলমানগণের নির্ব্বাচনে যিনি নির্ব্বাচিত হইবেন, তিনিই কাজ বা খতিব হইবেন।

৫। জামেউল ফছুলীন কেতাবে আছে—

بلاد عليها ولاة كفار يجوز للمسلمين اقامة الجمعة
ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين *

অর্থাৎ—কাফের বাদশার মুলুকেও মুছল্লিগণের সম্মতিতে নামাজ কায়েম করা জায়েয। সেখানে মুছল্লিগণের সম্মতিতে নির্ব্বাচিত ব্যক্তি কাজী বা খতিব নির্ব্বাচিত হইবেন।

৬। আলমগিরী কেতাবে জুমার অধ্যায়ে লিখিত আছে—

و اما البلاد التى عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين
فيها ايضا اقامة الجمعة والاعياد و يصير القاضي قاضيا
بتراضي المسلمين *

অর্থাৎ—কাফেরের অধিকৃত দেশের মুছলমানগণের প্রতি জুমার নামাজ কায়েম করা জায়েয। সেখানে মুছল্লিগণের নির্ব্বাচনে কাজী বা খতিব নির্ব্বাচিত হইবেন।

৭। ফতোয়ায় বজ্জাজিয়া (৩য় খণ্ড) কেতাবে লিখিত আছে—

غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين اقامة
الجمعة والاعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضى المسلمين

অর্থাৎ—কাফের বাদশার মুলুকেও মুছলমানগণের প্রতি জুমার নামাজ কায়েম করা জায়েয। সেখানে মুছল্লিগণের নির্ব্বাচিত ব্যক্তি কাজী বা খতিব নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮। মজমাউল ফতোয়া কেতাবে লিখিত আছে—

غلب على المسلمين ولاة الكفار يجوز للمسلمين، اقامة الجمعة والاعياد ويصير القاضى قاضيا بتراضي المسلمين *

অর্থাৎ—কাফের অধিকৃত দেশের মোছলমানগণের প্রতি জুমা ও ঈদের নামাজ কায়েম করা জায়েয। সেখানে মুছল্লিগণের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত ব্যক্তি কাজী বা খতিব নির্বাচিত হইবেন।

৯। শামী কেতাবের হাশিয়ায় লিখিত আছে ঃ—

نقل شيخنا عن عقد اللآلي انه لو تعذر الاستيذان عن السلطان كما في هذا الزمان من عدم التفات السلاطين لمثل ذلك الامور فاجتمع الناس على شخص ليصلوا بهم جاز *

অর্থাৎ—আমাদের ঊর্দ্ধতন মাননীয় শায়খ একদোল্‌লালী হইতে বলিয়াছেন যে, যদি বাদশার নিকট হইতে অনুমতি আনয়ন করা সম্ভব না হয়, যেমন বর্তমান জামানায় শাসন কর্তৃপক্ষ জুমা ইত্যাদি শরিয়তের হুকুমের প্রতি তদ্রূপ ভ্রুক্ষেপ করেন না, এই অবস্থায় মুছলমানগণ একজন খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েয হইবে।

উল্লিখিত দলীল সমূহ হইতে দেখা যাইতেছে যে, অমুছলমান বাদশার অধীনস্থ মোছলমানগণও খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার

—২

নামাজ আদায় করিবে। বাদশার শর্ত অভাবে কখনও জুমা পরিত্যাগ করা জায়েয হইবে না।

১০। এই জন্যই শরহে বেকায়ার হাশিয়া ওম্‌দাতোর্ রেয়ায়া কেতাবে লিখিয়াছে যে,--

من افتى بسقوط الجمعة لفقد شرط السلطان فقد ضل و اضل *

অর্থাৎ--বাদশার শর্ত পাওয়া যায় না বলিয়া যাহারা জুমা পড়িতে হইবে না বলিয়া ফতোয়া দেয়, তাহারা নিজেরাও গোম্‌রাহ এবং অপরকেও গোম্‌রাহ করিতেছে।

৩। আমীর ও কাজী অভাবে জুমা' পড়ার বিধান

প্রশ্নঃ—হুজুর! উপরের দলীল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, কাফের বাদশার মুলুকেও মুস্লিমগণের মধ্য হইতে একজনকে খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িতে হইবে। তবে মনে আর একটু দ্বিধা রহিয়া গেল। এই যে কতক আলেম বলিয়া থাকেন যে, যেখানে আমীর বা কাজী নাই সেস্থান গ্রাম, সেখানে জুমার নামাজ পড়া মকরুহ তাহরীম। ইহার তাৎপর্য বুঝাইয়া দিতে মর্‌জি করুন।

উত্তরঃ—বৎস! মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, তোমার মনের দ্বিধা এখনই দূর হইবে। আমীর বা কাজী না থাকিলেই যে সেস্থান গ্রাম হইবে এবং সেখানে জুমার নামাজ পড়া মকরুহ তাহরীম হইবে, ইহা ভুল ধারণা মাত্র; বরং হানাফি মাজহাবের কেতাব সমূহের অকাট্য দলীল অনুসারে যেখানে আমীর বা

কাজী নাই, সেখানেও মুছল্লিগণ খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবেন।

দলীল দেখ :—

১। কাজী খান কেতাবে লিখিয়াছে :—

وان لم يكن ثمة قاض ولا خليفة الميت فاجمع العامة علي تقديم رجل جاز لمكان الضرورة *

অর্থৎ—যে স্থানে আমীর বা মৃতদেহ দাফনের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত কাজী বা খলিফা না থাকে, সেখানে জনসাধারণ একজনকে খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে আবশ্যক বশতঃ জায়েয হইবে।

২। ছগিরী কেতাবে লিখিয়াছে :—

فان لم يكن احد من هؤلاء فاجتمع الناس علي واحد صلي بهم جاز ومع وجود احدهم لا تجوز الا باذنه للضرورة هناك لا هنا *

অর্থৎ—আমীর বা কাজী বলিতে কেহ না থাকিলে, এই আবশ্যকের কারণে মুছল্লিগণ একজন খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েয হইবে। যদি আমীর বা কাজী কেহ থাকেন তবে মাত্র সেই সময় তাঁহার অনুমতি ব্যতীত জায়েয হইবে না।

৩। দোররোল মোখতার কেতাবে আছে—

نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود احدهم من ذكر اما مع عدمهم فيجوز للضرورة *

অর্থাৎ—আমীর বা কাজীর বর্তমানে তাঁহার বিনানুমতিতে মুছল্লিগণের খতিব নির্বাচন করা চলিবে না। তাঁহাদের কেহ না থাকিলে তখন আবশ্যক বশতঃ সকলে মিলিয়া খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েয হইবে।

৪। দোর্‌রুল মোন্তাকা কেতাবে লিখিয়াছেন ঃ—

واذا لم يكن ممن ذكر فللناس ان يجتمعوا على واحد يصلي بهم جاز *

অর্থাৎ—আমীর বা কাজী, যাহাদের কথা উল্লেখ করা হইল, তাঁহাদের কেহ না থাকিলে মুছল্লিগণ একজন খতিব নির্বাচন করিয়া জুমা পড়িলে জায়েয হইবে।

৫। ছেরাজিয়া কেতাবে লিখিত আছে ঃ—

فان لم يكن ثمة واحد منهم واجتمع الناس على رجل فصلى بهم جاز *

অর্থাৎ—যদি আমীর বা কাজী কেহ না থাকেন, তবে সকলে মিলিত হইয়া একজনকে খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েয হইবে।

৬। আলমগিরী কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

فان لم يكن ثمة واحد منهم واجتمع الناس على رجل فصلي بهم جاز *

অর্থাৎ—আমীর বা কাজী কেহ না থাকিলে সকলে মিলিয়া একজন খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েয হইবে।

৭। বাহরোর্ রায়েক কেতাবে লিখিয়াছে :—

لولم يكن ثمة قاض ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز للضرورة *

অর্থাৎ—যেখানে আমীর কিংবা বাদশাহ কর্ত্তৃক মৃতদেহ দাফনের জন্য খলিফা না থাকে, সেস্থানে মুছলমানগণ মিলিত হইয়া একজনকে খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে জায়েয হইবে।

৮। তাহতাবী কেতাবে লিখিয়াছে :—

اعلم ان بعض المرالي زعم عدم صحة الجمعة الان معللا بفقد بعض الشرائط الاداء وهو المصر فانها عبارة من كل بلدة فيها وال وقاض ينفذان الاحكام ويقيما الحدود وهما مفقودان فلا تصح الجمعة وتتعين صلوة الظهر وقد تبعه على ذلك كثير من الاوام وما قال هذا البعض ضلال في الدين فان تنفيذ الاحكام واقامة الحدود موجودان في الجملة *

অর্থাৎ—কোনও কোনও লোক এরূপ ধারণা করেন যে, জুমা আদায়ের কোনও এক শর্ত বর্তমানে পাওয়া যায় না বলিয়া জুমা শুদ্ধ হয় না। যথা মেছেরের শর্ত, কেননা মেছের ঐ স্থানকে বলে, যেখানে আমীর ও কাজী হুকুমত জারি করেন এবং হদুদ ও কেছাছ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এতদুভয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা এই অজুহাতে জুমা জায়েয বলেন না এবং এতদস্থলে জোহর নিয়ন্ত্রিত করেন। এই ধারণা

বহু দুর্বল প্রকৃতির লোক গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় লোকের উক্তরূপ ধারণা ধর্মের ভিতরে গোমরাহী আনয়ন করা মাত্র। কেননা, শরিয়তের আহকাম ও শাসন মোটামোটি ভাবে প্রচলিত আছে।

৪। বড় মসজিদের কওল অগ্রগণ্য হইবার কারণ

উল্লিখিত দুই দলীল অনুযায়ী অর্থাৎ কাফের বাদশার অধিকৃত স্থানে ও যেখানে আমীর কাজা নাই সেই জায়গায় মুছল্লিগণ খতিব নির্বাচন করিয়া জুমার নামাজ পড়িবে। উল্লিখিত দুই কওল অনুযায়ী আমীর, কাজী বিহীন এই ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই, কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ইত্যাদি স্থানের মুছল্লিগণ খতিব নিযুক্ত করিয়া বড় মছজিদের অকাট্য দলীল অনুসারে হাজার হাজার আলেম ফাজেল, পীর, দরবেশ মুছল্লি, মোত্তাকী, দীনদার ইত্যাদি সর্ব-শ্রেণীর মুছলমানগণ নিঃসন্দেহ ফরজজ্ঞানে জুমার নামাজ পড়িতেছেন। আমাদের দেশের মৌজাগুলিতেও সর্বত্র সেই একই হুকুম। অর্থাৎ আমীর, কাজা না থাকা সত্বেও খতিব নিযুক্ত করিয়া বড় মসজিদের কওল অনুযায়ী জুমার নামাজ পড়িতে হইবে। কেননা আমাদের মাননীয় এমাম ছাহেবগণের কওল অনুযায়ী যেখানে বড় মছজিদের তারিফ পাওয়া যাইবে সেস্থানই শরয়ি-শহর। সেখানেই জুমার নামাজ পড়া ফরজ। যদিও সেই সব স্থানকে চলতি ভাষায় গ্রাম বলিয়া থাকি।

যেমন কোনও ভিক্ষুক ব্যক্তি বাড়ী হইতে একদিন বা এক দুপুরের পথ দূরে গেলেও লোকে তাহাকে কথিত ভাষায় মোছাফের বলে কিন্তু তাহার প্রতি কছরের নামাজ পড়া জায়েয হয় না। কারণ সে শরিয়ত অনুযায়ী মোছাফের নহে। সেইরূপ আমাদের দেশের গ্রামগুলিকে কথিত ভাষায় গ্রাম বলিলেও উহা শরিয়ত অনুযায়ী শহর। কেননা বড় মছজিদের প্রসিদ্ধ কওল অনুযায়ী আমাদের এই সব কথ্য ভাষায় গ্রামগুলি সবই শরয়ী শহরের মধ্যে গণ্য। কাজেই আমাদের এই দেশে আমীর কাজী না পাওয়া গেলেও বড় মছজিদের অকাট্য কওল অনুসারে জুমার নামাজ পড়িতে হইবে।

কারণ বড় মছজিদের যে কওল অনুসারে এতদ্দেশে জুমার নামাজ পড়া হয়, ঐ কওলকে কোন মতে অবহেলা বা অমান্য করিবার সাধ্য নাই। কেননা উহা হজরৎ এমাম আবু হানিফা নোয়মান এবনে ছাবেত (র) এর কওল। ১। শরহে ইলিয়াছ ২। তওফিকোল এনায়া প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত উক্ত কওল তদীয় মহাবিজ্ঞ বিচক্ষণ সাগরেদ যথা এমাম আবু ইউছুফ, এমাম মোহাম্মদ এমাম এবনে শোজা (রহ) প্রমুখাৎ বিশিষ্ট এমামগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত মহা পণ্ডিত ফকিহ এমামবৃন্দ অগ্র ফকিহ সমাজের দ্বীতীয় তবকার মোজতাহেদ ওলামা ছিলেন।

তৎপর জাহেরোরওয়ায়েতের বিখ্যাত ছিয়ারে কবির ও মবছুত কেতাবের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যাকার মহামান্য ফকিহ হজরত শামছোল

আয়েম্মা ছরখছি নিজ (৩) মবছুত কেতাবে এই বড় মছজিদের কওলের উপর ফতোয়া দিয়াছেন। ইনি ৩য় তবকার ফকিহ ছিলেন। তাঁহাদের পরে ৬ষ্ঠ তবকার (৪) বেকায়া ও (৫) মোখতার প্রভৃতি কেতাবে এই বড় মছজিদের কওলই গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লিখিত এই দুই কেতাব, হানফি মজহাবের সর্বজন মান্য কেতাব। এই দুই কেতাবে কোন পরিত্যক্ত বা জইফ কওল গ্রহণ করেন নাই। এই কেতাবের প্রণেতাগণ এতদূর পারদর্শী এবং ক্ষমতাপন্ন ফকিহ ছিলেন যে, ফেকাহের দুইটি উক্তির কোনটি ছহিহ, কোনটি জইফ এবং জাহের ও নাদেরের মধ্যে পার্থক্য করিবার অধিকার ও যোগ্যতা ছিল। (শামী কেতাবের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। অতএব দেখা গেল যে, হজরত এমাম ছাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া তবকার শ্রেষ্ঠ ফকিহ আলেমগণ বড় মছজিদের কওলের উপর ফতোয়া দিয়াছেন এবং আমাদের হানফি মজহাবের সর্বজন মান্য অছুল এই যে, সপ্তম তবকার ওলামাগণের পক্ষে উর্দ্ধতন ছয় তবকার মুফতিগণের ফতোয়া তাঁহাদের জীবিতকালে যেমন মান্য করা হইত, এখনও সেই রকমই মান্য করিতে হইবে (ওয়াজেব)। যথা দোর্‌রোল মোখতারের ভূমিকায় আছে—

وما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه و صححوه
كما لو افتوا فى حياتهم *

অর্থাৎ—সপ্তম তবকার ওলামাগণ বলিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষে উর্দ্ধতন ছয় তবকার ফকিহগণের ফতোয়া তাঁহাদের

জীবিত কালের ফতোয়ার ন্যায়ই মান্য করিয়া নিতে হইবে।

এই অছুল অনুসারে সপ্তম তবকার (৬) শামী, (৭) হাশিয়ায়ে তাহতাবী, (৮) গায়াতোল আওতার, (৯) বাহরোর রায়েক, (১০) বরজিন্দি, (১১) শরহে বেকায়া, (১২) দোর্‌রোল মোন্তাকা, (১৩) অল-ওয়ালেজিয়া, (১৪) শরাম্বালালী, (১৫) শরহে মোলতাকাল আব্‌হোর্‌, (১৬) এব্‌রাঁহীম শাহী, (১৭) শরহে কান্‌জ, (১৮) খাজানাতোর্‌ রওয়ায়েত, (১৯) নওয়াজেল (২০) আর্‌কানে আর্‌বা প্রভৃতি বিশিষ্ট ফেকার কেতাবেই এই বড় মসজিদের কওলের উপর ফতোয়া দিয়া গিয়াছেন। এবং এই কওলের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের এই আমীর, কাজী বিহীন এতদ্দেশের সর্বত্র জুমার নামাজ পড়া হইয়া থাকে। সুতরাং হানাফী মজহাবের মধ্যে থাকিয়া এই কওলকে অগ্রাহ্য করতঃ জুমার নামাজ ত্যাগ করা নিতান্তই দুঃসাহস ব্যতীত আর কি বলা চলে? নিম্নে উল্লেখিত কেতাব সমূহের দলীল ও অনুবাদ লিখিয়া দেওয়া হইল।

৫। বড় মছজিদের কওলের অকাট্য দলীল

১। শরহে ইলিয়াছ কেতাবে আছে—

اى كل موضع اهله كثير بحيث لو اجتمعوا لا يسع اكبر
مساجده اهله ممن يجب عليهم الجمعة لا كل من يسكن فى ذلك
الموضع من الصبيان و النسوان و العبيد مصر جامع هكذا
وى عن ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله تعالى *

অর্থাৎ যেস্থানে এই পরিমাণ বেশী লোক বাস করে যে, সেস্থানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মছজিদে স্থানীয় বালেগ, বুদ্ধিমান প্রভৃতি যাহাদের প্রতি জুমা পড়া ফরজ, তাহারা সমস্ত আসে. তবে মছজিদে স্থান সঙ্কুলান হয় না। শরিয়তে সে স্থানকে শহর বলে। এই কওল হজরৎ এমাম আবু হানিফা ও হজরৎ এমাম আবু ইউছুফ হইতে বর্ণিত আছে। পুনঃ উক্ত কওল এমাম আবু হানিফা (রঃ) ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) হইতে (২) তওফিকোল এনায়া কেতাবে বর্ণিত আছে। যথা ঃ—

المصر الجامع عند ابی یوسف کل موضع له امیر و قاض
ینفذ الاحکام و یقیم الحدود و عند هما اذا اجتمع اهله ممن
تجب علیه الجمعة فی اکبر مساجده لا یحیطهم *

অর্থাৎ এমাম আবু হানিফা (রঃ) এর নিকট মেছের ঐ স্থান, যেখানে আমীর বা কাজী আছে। এবং শরিয়তের শাসন ও বিচারাদি প্রচলিত আছে। এবং এমাম মোহাম্মদ (রঃ) ও এমাম আবু হানিফা (রঃ) এর নিকট শহর ঐ স্থানকে বলে যেস্থানে বুদ্ধিমান, বালেগ প্রভৃতি যাহাদের প্রতি জুমা পড়া ফরজ, তাহারা একত্রিত হইলে স্থানীয় বৃহত্তম মছজিদে স্থান সঙ্কুলান হয় না।

৩। শামী কেতাবে ১ম খণ্ডে জুমার অধ্যায়ে লিখিয়াছে—

قوله ما لا یسع الخ هذا یصدق علی کثیر من القری وایضا
فیه (وقوله و علیه فتوی اکثر الفقهاء) قال ابو شجاع هذا
احسن ما قیل فیه او فی الالو الجیة و هو صحیح *

অর্থাৎ দোর্‌রোল মোখতার কেতাবে যে বড় মছজিদের কওল উক্ত হইয়াছে, সেই কওল অনুযায়ী আমাদের এতদ্দেশের গ্রাম সমূহ শরয়ি শহরের মধ্যে ভুক্ত হয়। এবং এই বড় মছজিদের কওলের উপরই প্রায় সমস্ত ফকিহ আলেমগণ ফতোয়া দিয়াছেন। অল্ ওয়ালেজিয়া কেতাবে এই কওলই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

৪। হাশিয়ায়ে তাহতাবি কেতাবে আছে ঃ—

و قوله ما لا يسع الخ يصدق على كثير من القوى و عليه فتوى اكثر الفقاء و قال سيد ابن شجاع هذا احسن ما قيل فيه و فى الو لو الجية و هو الصحيح و قال البلخى هذا احسن شئى سمعته و اعتمده برهان الشريعة *

অর্থাৎ বড় মসজিদের কওল প্রায় সমস্ত গ্রামেই প্রযুক্ত হয়। এবং সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফকিহ আলেমগণ এই বড় মছজিদের কওলের উপর ফতোয়া দিয়াছেন। ছৈয়দ এবনে শোজা বলিয়াছেন যে, শহরের এই ব্যাখ্যা অর্থাৎ বড় মছজিদের কওল অতি উত্তম। অল্-ওয়ালেজিয়া কেতাবে আছে ঃ—এই বড় মছজিদের কওলই ছহিহ (বিশুদ্ধ)। বলখি (রঃ) বলিয়াছেন যে, সকলের চেয়ে বড় মছজিদের কওলই উত্তম। বোরহানোশ শরিয়ত এই কওলের উপরই ফতোয়া দিয়াছেন।

৫। শারাম্বালালী কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

لكن نقل الككى عن المجتبى ان قول الثلجى عليه اكثر الفقهاء الخ و قال ابن شجاع هو احسن ما قيل فيه كما فى العناية وفى البحر عن الولو الجية وهو الصحيح *

অর্থাৎ আল্লামা কাকী (রহঃ) মোজতাবা কেতাব হইতে ছলজি (রঃ) এর কওল উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার কওলের উপর অর্থাৎ বড় মসজিদের কওলের উপর প্রায় যাবতীয় ফকিহ আলেমগণ ফতোয়া দিয়াছেন। এবনে শোজা বলিয়াছেন যে, বড় মছজিদের কওলই মেছেরের উত্তম অর্থ। এইরূপ এনায়া কেতাবে এবং অল-ওয়ালেজিয়া হইতে বাহার কেতাবে এই কওলকে ছহিহ বলিয়া লিখিয়াছে।

৬। বাহরোর রায়েক ২য় খণ্ড কেতাবে আছে :—

عن ابی یوسف (رح) اذ اجتمعوا فی ا کبر مساجدهم
الصلوة الخمس لم یسعهم و علیه فتوی ا کثر الفقهاء وقال
ابو شجاع هذا احسن ما قیل فیه وفی الولو الجیة و هو الصحیح *

অর্থাৎ হজরৎ এমাম আবু ইউছুফ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন যে, স্থানীয় বৃহত্তম মছজিদে গ্রামের সমস্ত লোক পাঁচ ওয়াক্তের নামাজে উপস্থিত হইলে যদি স্থান সঙ্কুলান না হয়, তবে সে স্থানকেই শরিয়তে শহর বলে। এবং এই কওলের উপর অধিকাংশ ফকিহগণ ফতোয়া দিয়াছেন। আবু শোজা বলিয়াছেন যে, বড় মছজিদের কওলই শহরের উত্তম ব্যাখ্যা, অল ওয়ালেজিয়া কেতাবেও এই কওল বিশুদ্ধ বলিয়াছে।

৭। মবছুত ২য় খণ্ডে জুমার অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

قال ابن شجاع (رض) احسن ما قیل ان اهلها بحیث
لو اجتمعوا فی ا کبر مساجدهم لم یسعهم ذالک حتی احتاجوا
لی بناء مسجد الجمعة فهذا مصر جامع تقام فیه الجمعة *

অর্থাৎ এবনে শোজা (রঃ) বলিয়াছেন যে, শহরের অন্যান্য কওল হইতে এই কওলই উত্তম যে, স্থানীয় লোকগণ যদি গ্রামের বৃহত্তম মছজিদে না ধরে, বরং অন্য মছজিদের আবশ্যক হয় তবে সেই স্থান শরয়ি শহর। এরূপ স্থানে জুমার নামাজ পড়িবে।

৮। শরহে মোলতাকাল আবহোর কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

ما عليه اكثر الفقهاء من المعنى المصر الشرعى كما فى الزاهدى و قال ما لا يسع من موضع اكبر مساجده مبنية الصلوة الخمس اهله اى اهل ذلك الموضع ممن وجب عليه الجمعة مصر *

অর্থাৎ স্থানীয় বৃহত্তম মছজিদে—যাহাদের প্রতি জুমা পড়া ফরজ তাহারা সকলে পাঞ্জেগানা নামাজে উপস্থিত হইলে যদি লোক না ধরে তবে সেই স্থানই অধিকাংশ মোফতিগণের ফতোয়া অনুযায়ী শরয়ি শহর।

৯। শরহে কান্‌জ কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

و قيل هو ما لا يسع اكبر مساجده اهله المكلفين بها و عليه فتوى اكثر الفقهاء *

অর্থাৎ স্থানীয় যাহাদের প্রতি জুমা পড়া ফরজ, তাহারা সকলে উপস্থিত হইলে যদি মছজিদে স্থান সঙ্কুলান না হয়, তবে সেই স্থানকেই মেছের বলা হয়, এবং এই কওলের উপরই অধিকাংশ ফকিহ আলেমগণের ফতোয়া।

১০। খাজানাতোর রওয়ায়েত ও এতাবিয়া কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

عن عبد الله احسن ما سمعناه فيه لو اجتمع اهله فى اكبر مساجدهم ام يسعوا فيه يجوز الجمعة فيه *

অর্থাৎ আবদুল্লাহ বলিয়াছেন যে, বড় মছজিদের কওল মতে অর্থাৎ স্থানীয় বৃহত্তম মছজিদে গ্রামের সকল লোক উপস্থিত হইলে যদি না ধরে, তবে সেখানে জুমা পড়া জায়েয। মেছেরের সবচেয়ে ইহাই উত্তম ব্যাখ্যা।

১১। এব্রাহীম শাহী কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

قال ابو عبد الله البلخى احسن ما قيل ان لا يسعوا فى اكبر مساجدهم لو جمعوا هذا اقرب من مذهب ابى حنيفة و ابى يوسف ايضا لان مذهب هما اقامة الجمعة لمنى جائزة *

অর্থাৎ আবু আবদুল্লাহ বল্‌খি বলিয়াছেন যে, বড় মছজিদের কওলই মেছেরের সব চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা। ইহা এমাম আবু হানিফা (রঃ) ও এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এর মজহাবের অনুরূপ। কেননা উভয়ের মজহাবে মিনাতে (*) নামাজ পড়া জায়েয আছে।

১২। শরহে বেকায়া কেতাবে লিখিয়াছে ঃ—

وعند البعض هو موضع اذا اجتمع اهله فى اكبر مساجده لم يسعهم فاختار المصنف هذا القول فقال وما لا يسع اكبر مساجده اهله مصر *

---

* হজ্জের মৌছুমে এই স্থানে কোরবানীর কয়েক দিন মাত্র লোকের সমাগম হয়। এমাম ছাহেবের মজহাবে এই স্থানেও ঐ সময় জুমার নামাজ পড়া জায়েয আছে।

অর্থাৎ কোনও কোনও ফকিহ বলিয়াছেন যে, স্থানীয় বড় মছজিদে যদি স্থানীয় লোকগণ, যাহাদের প্রতি জুমার নামাজ পড়া ফরজ, তাহারা সমস্ত উপস্থিত হইলে স্থান সঙ্কুলান না হয় তবে সেই স্থানই শরয়ি শহর। বেকায়ার গ্রন্থকার নিজে এই বড় মছজিদের কওল গ্রহণ করিয়াছেন। এবং তিনি বলিয়াছেন যে, বড় মছজিদে স্থানীয় লোক সকল আসিলে যদি না ধরে, তবে সে স্থানকেও শহর বলে। এবং স্বয়ং বেকায়া প্রণেতা এই কওল গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩। দোর্‌রোল মোস্তাকা কেতাবে লিখিয়াছে :—

وقيل ما لو اجتمع اهله في اكبر مساجده لا يسعهم و عليه فتوى اكثر الفقهاء *

অর্থাৎ স্থানীয় অধিবাসিগণ সেখানের বড় মছজিদে উপস্থিত হইলে যদি না ধরে, তবে সেই স্থানই শহর। এই কওলের উপর অধিকাংশ ফকিহ আলেমগণ ফতোয়া দিয়াছেন।

১৪। নওয়াজেল কেতাবে লিখিয়াছে :—

وعن ابي يوسف روايتان الاول المصر الذى اذا اجتمع اهله في اكبر مساجده لا يسعهم فيه والتفسير الثاني هذا ان المصر الذى يكون له امير و قاض ينفذ الاحكام واختار الفقهاء الرواية الاولى - لا ثانية *

অর্থাৎ এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) হইতে মেছেরের দুইটি রওয়ায়েত আছে। প্রথমতঃ মেছের ঐ স্থান, যেখানে স্থানীয় সকল মুছল্লি উপস্থিত হইলে ঐ স্থানের বৃহত্তম মছজিদে স্থান সঙ্কুলান না হয়।

দ্বিতীয়তঃ—যেখানে আমীর বা কাজী আছে—সেই স্থান শহর। কিন্তু ফকিহ আলেমগণ প্রথম কওল অর্থাৎ বড় মছজিদের কওলই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কওল গ্রহণ করেন নাই।

১৫। আরকানে আরবা কেতাবে লিখিয়াছে :—

وهو اختيار الثلجى و به يفتى كثير من المشائخ *

অর্থাৎ বড় মছজিদের কওল এমাম ছল্‌ছি গ্রহণ করিয়াছেন। এবং অধিকাংশ মাশায়েখ এই কওলের উপর ফতোয়া দিয়াছেন।

৬। আখেরোজ্জোহর পড়িবার অকাট্য প্রমাণ

প্রশ্ন :—হুজুর! ইতিপূর্ব্বে যে সকল দলীল প্রমাণ কেতাব হইতে দেখাইলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে, আমাদের এতদ্দেশ নিঃসন্দেহ শরয়ি শহর। এখন আমরা জুমার দিনে আখেরোজ্জোহর পড়িব কি না?

উত্তর :—হাঁ বৎস! যদিও আমাদের এতদ্দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে শরয়ি শহর, তথাপি আমাদের এতদ্দেশে জুমার নামাজের পরে চারি রেকাত আখেরোজ্জোহর পড়িতে হইবে। কারণ হজরৎ (দঃ) এর জমানা হইতে মোকাদ্দেমীন ওলামাগণের যুগ পর্য্যন্ত প্রতি বৃহৎ মৌজায়, এক একটি

মাত্র মছজিদে জুমার নামাজ পড়া হইত। জুমার নামাজ পড়িয়া দিবাভাগে বাড়ী ফিরিতে পারে এরূপ দূর দূরান্তর হইতে মুছল্লিগণ একই মছজিদে জুমার নামাজ পড়িতে আসিতেন। তৎপরবর্ত্তী যুগ হইতে ঐরূপ বৃহৎ মৌজায় একাধিক স্থানে জুমার মছজিদ কায়েম হওয়াতে প্রাচীন ও তৎপরবর্ত্তী যুগের ওলামাগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক যুগের জুমার নামাজের বড় বড় জমাতগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাওয়াতে মুছল্লিগণ বড় জমাতের ছওয়াব হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এই সমস্ত কারণে জুমার নামাজের পরে চারি রেকাত আখেরোজ্জোহর নামাজ পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উল্লিখিত কারণগুলির দলীল যথাযথ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

১। ফতহোল কাদির কেতাবে লিখিয়াছে :—

و كذا اذا تعددت الجمعة و شک فی ان جمعته سابقة اولا ينبغی ان يصلی ما قلنا - و اصله ان عند ابی حنيفة لا يجوز تعددها فی مصر واحد و كذا روی اصحاب الاملاء عن ابی يوسف انه لا يجوز فی مسجدين فی مصر الا ان يكون بينهما نهر كبير - و ايضا فيه و عنه انه يجوز فی موضعين اذا كان مصرا عظيما - لا فی ثلاثة و عن محمد يجوز تعددها مطلقا و رواه عن ابی حنيفة و لهذا قال السرخسی الصحيح فی مذهب ابي حنيفة (رح) جواز اقامتها فی مصر واحد فی مسجدين فا كثرو به نأخذ *

ব্যাখ্যা ঃ—এক মৌজায় একাধিক মছজিদের কারণে যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করে যে, তাহার মছজিদে অগ্রে নামাজ হইল, কিংবা পরে হইল এরূপ অবস্থায় চারি রেকাত আখেরোজ্জোহর নামাজ পড়িয়া লইবে। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, হজরত এমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে এক রওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, এক মৌজায় একাধিক মছজিদ জুমার নামাজ জায়েয নাই। আমালী কেতাবের প্রণেতাগণ এমাম আবু ইউছূফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তুই মছজিদের ভিতরে কোন প্রকাণ্ড নদী না থাকিলে এক শহরে তুই স্থানে জুমা জায়েয হইবে না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শহর যদি খুব বড় হয়, তবে সেখানে তুই মছজিদে জুমা জায়েয হইবে। কিন্তু ততোধিক মছজিদ হইলে জায়েয হইবে না। কিন্তু এমাম মোহাম্মদ [রঃ] হজরত এমাম আবু হানিফা [রঃ] হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক শহরে বা মৌজায় একাধিক স্থানে জুমা পড়া জায়েয হইবে। এজন্য এমাম ছরখ্ছি বলিয়াছেন যে, এমাম আবু হানিফা [রঃ] এর নিকট ছহিহ কওল মতে এক শহরে তুই বা ততোধিক স্থানে জুমা পড়া জায়েয। এইজন্য এমাম ছরখ্ছি বলিয়াছেন যে, আমরা এমাম ছাহেবের শেষোক্ত মতই অবলম্বন করিয়াছি। উপরি বর্ণিত মতভেদের কারণে শামী ও কবিরি প্রভৃতি কেতাবে লিখিয়াছেন।

এহ্তিয়াতের জন্য আখেরোজ্জোহর পড়ার দলীল

২। কবিরি কেতাবে আছে :—

و اما من حيث جواز التعدد و عدمه فلاولى هو الاحتياط لان الخلاف فيه قوى اذا الجمعة جامعه للجماعات ولم تكن فى زمان السلف تصلى الا فى موضع واحد من المصر و كون الصحيح جواز التعدد للضرورة للفتوى لا يمنع شريعة الا حتياط للتقوى *

অর্থাৎ একাধিক স্থানে জুমা জায়েয কিনা এই নিয়া যখন বিশেষ মতভেদ আছে; তখন এহ্তিয়াতের জন্য আখেরোজ্জোহর পড়াই উত্তম। একই মৌজার মধ্যে একাধিক মছজিদ হওয়ায় মতভেদের কারণ এই যে, বহু সংখ্যক লোক একস্থানে সমবেত হওয়া জুমার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। (স্থানে স্থানে মছজিদ হইলে এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে অপূরণ থাকে, আর বড় জমাতের ছওয়াবও পাওয়া যায় না।)

এই কারণেই প্রাচীন জমানায় এক এক মৌজায় একাধিক স্থানে জুমা পড়া হইত না। কিন্তু শরিয়তে তাক্ওয়ার খাতিরে এহতিয়াত করতঃ চারি রেকাত আখেরোজ্জোহর পড়িয়া লইতে কোন নিষেধ নাই।

৩। শামী কেতাবে আছে :—

و الاولى هو الا حتياط لان الخلاف فى جواز التعدد عدد قوى - و كون الصحيح الجواز للضرورة للفتوى لا يمنع شريعة الاحتياط للتقوى *

এহতিয়াতের জন্য জুমার পরে চারি রেকাত আখেরেজ্জোহর পড়িতে হইবে। কেননা এক মৌজায় একাধিক স্থানে জুমার নামাজ জায়েয হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। কিন্তু ফতোয়া দৃষ্টে আবশ্যকের জন্য সংখ্যাধিক্য মছজিদ জায়েয হইলেও তাকওয়ার জন্য এহ্‌তিয়াত করা অর্থাৎ আখেরেজ্জোহর পড়ায় শরিয়তে কোন নিষেধ নাই।

৪। শামী কেতাবে পুনঃ লিখিতেছে ঃ—

قلت على انه لوسلم ضعفه فا لخروج عن خلافه اولى
فكيف مع خلاف هولاء الائمة و فى الحديث المتفق عليه فمن
اتقى الشبهة استبرء لدينه وعرضه و لذا قال بعضهم فيما يقضي
صلوة عمره مع انه لم يفته منها شئى لا يكره لانه اخذ بالاحتياط *

অর্থাৎ এক মৌজায় একাধিক স্থানে জুমা না জায়েয হওয়ার দলীল জইফ হইলেও যখন ইহাতে এমামগণ মতভেদ করিয়াছেন, তখন এই মতভেদের জন্য আখেরেজ্জোহর পড়িয়া লওয়া উত্তম। ঐ কেতাবেই বোখারী ও মোছলেম শরীফের একটি হাদিছ আছে যে, যে ব্যক্তি "শোবা" হইতে বাঁচিল, সে দীন ও সম্মান রক্ষা করিল। এই জন্য কতক ফকিহ লোক বলিয়াছেন যে, যাহার নামাজে কোন ত্রুটি হয় নাই এমন ব্যক্তিও ওমরি-কাজা পড়িলে মকরূহ হইবে না। কেননা সে ইহা এহ্‌তিয়াতের জন্য পড়িয়াছে।

৫। ছগিরীর হাশিয়াতে আছে ঃ—

لان الموضع وان كان مصرا بلا شبهة و لكن بقى الشبهة
جواز التعدد و عدمه وان كان الصحيح و المعتمد جواز التعدد
للضرورة للفتوي هو لا يمنع الشريعة الاحتياط للتقوى *

অর্থাৎ ধরিয়া লওয়া যাউক, কোন স্থান নিঃসন্দেহ শরয়ী শহর কিন্তু তেয়দাদে মছজিদ অর্থাৎ এক স্থানে একাধিক মছজিদ হওয়া জায়েয কিনা ইহাতে সন্দেহ আছে। অপিচ ওজরে ঐরূপ এক স্থানে একাধিক মছজিদ ফতোয়া অনুযায়ী জায়েয থাকিলেও তাকওয়ার খাতিরে শরীয়তে এহ্‌তিয়াত করতঃ চারি রেকাত আখেরেজ্জোহর পড়িয়া লইতে কোন নিষেধ নাই।

৭। জুমার নামাজের ফজিলত

শুক্রবার ছাইয়াদোল আইয়াম বা সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিবস। এই পুণ্য দিবসে আদি মানব হজরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়, এই দিবস তিনি বেহেশতে প্রবেশ করেন। পুনঃ এই পবিত্র দিনে তিনি পৃথিবীতে আগমন করেন এবং এই দিনেই তিনি এন্তেকাল করেন। এই পবিত্র দিবসে সৃষ্টি ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় আছে, সে সময় খোদাতায়ালার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই তিনি মঞ্জুর করেন। (মেশকাত শরীফ) যে ব্যক্তি শুক্রবার দিবা-রাত্রির মধ্যে

এন্তেকাল করিবে তাহার কবর আজাব মাফ হইবে। অন্য রওয়ায়েতে আছে ঃ—যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহার আজাব মাফ হইবে এবং সে ব্যক্তি একজন শহীদের (ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তির) ছওয়াব পাইবে।

অন্য এক হাদিছে বর্ণিত আছে ঃ—হজরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, স্ত্রী হউক কিংবা পুরুষ হউক, শুক্রবার দিবস মৃত্যু হইলে তাহার কবরে কোন আজাব হইবে না এবং হিসাবের পরে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। (মেশকাত)

হাদিছ শরীফে উক্ত হইয়াছে ঃ—হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন গোছল করতঃ মছজিদে যাইয়া যথারীতি নামাজ পড়িবে এবং মনোযোগের সহিত খোৎবা শ্রবণ করিবে ও তৎপর এমামের সহিত জুমার নামাজ আদায় করিবে, তাহাকে সেই জুমা হইতে পরবর্ত্তী জুমা এবং তার পরেও তিন দিনের গুণাহ আল্লাহতায়ালা মাফ করিয়া দিবেন। (মেশকাত)

যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সুন্দররূপে গোছল করতঃ সকাল সকাল পদব্রজে মছজিদে যাইয়া প্রথম কাতারে বসিবে এবং সর্বপ্রকার অনাবশ্যক কাজকর্ম্ম ও কথাবার্ত্তা হইতে বিরত থাকিবে, সে ব্যক্তি মছজিদে গমনের প্রতি পদক্ষেপে শত বৎসরের নফল রোজা ও নামাজের ছওয়াব পাইবে।

৮। জুমা তরক্‌কারীর গুণাহ

হজরত এবনে ওমর (রঃ) ও হজরত আবু হোরায়রা (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত (দঃ) মছজিদের মেম্বরে বসিয়া একদা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জুমার নামাজ তরক করিবে আল্লাহতায়ালা তাহার অন্তরে "মোহর" করিয়া দিবেন এবং সে ব্যক্তি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (মেশকাত শরীফ)

উক্ত হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ—হজরত (দঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আলস্য বশতঃ জুমা তরক করিবে; আল্লাহ তায়ালা তাহার হৃদয় মোহরাঙ্কিত করিয়া দিবেন।

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন—আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার এমামতি অন্যকে দিয়া (বিনা ওজরে) জুমা তরককারীর ঘর জ্বালাইয়া আসি। (মেশকাত শরীফ)

হজরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমার নামাজ তরক করে, তাহার নাম মোনাফেকের দপ্তরে লিখিত হইবে। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়।

হাদিছ শরীফে আরও বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিন জুমা কামাই করে তাহার অবস্থাও ঐ প্রকার হইবে। (মেশকাত)

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

ফুরফুরা ও সরসিনার পীর ছাহেবদ্বয়ের আদেশে ও যত্নে মুদ্রিত

দীনী কেতাবের তালিকা

ভিঃ পিঃ যোগে কেতাব নিলে সর্ব্বদাই সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইবেন।

১। তরিকোল ইছলাম ১ম খণ্ড ১৷৷০
২। তরিকোল ইছলাম ২য় খণ্ড ১৷৷০
৩। তরিকোল ইছলাম ৩য় খণ্ড ৷৷০
৪। তরিকোল ইছলাম ৪র্থ খণ্ড ৸০
৫। তরিকোল ইছলাম ৫ম খণ্ড ৸০
৬। ,, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১ম ভাগ ১৷০
(৬ক) ,, ৬ষ্ঠ খণ্ড শেষ ভাগ ১৷০
৭। তরিকোল ইছলাম ৭ম খণ্ড ৸০
৮। তরিকোল ইছলাম ৮ম খণ্ড ১৷০
৯। তরিকোল ইছলাম ৯ম খণ্ড ১৲
১০। তরিকোল ইছলাম ১০ খণ্ড ৷৷০
১১। তরিকোল ইছলাম ১১শ খণ্ড ৸০
১২। ছীরতে নেছারিয়া বা সরসিনার পীর ছাহেবের জীবনী ২৲
১৩। সরসিনার পীর ছাহেবের অছিয়ৎ নামা ।/০
১৪। মলফুজাতে নেছারিয়া ১ম ভাগ ৷৷০
১৫। মলফুজাতে নেছারিয়া ২য় ,, ।৵০
১৬। মজহাব ও তক্লীদ ১৲
১৭। তা'লীমে মা'রেফাৎ ৩৲
১৮। নারী ও পরদা ১৷০
১৯। রদ্দে-বদ্আমান ৷৷৵০
২০। নাফেউল মোমেনীন ১মভাগ ১৷৷০
২১। নাফেউল মোমেনীন ২য় ভাগ ৸০
২২। নেকাহ ও তালাকের ফতোয়া ১৷৷০
২৩। এজহারুল-হক জুমার বাহাছ ।/০
২৪। মিছবাহুল কোর্‌আন ১৷০
২৫। রুজি বৃদ্ধির আমল ।৵০
২৬। হাকিকতে মারেফৎ উরদু ২৷৷০
২৭। ফুরফুরার পীর ছাহেবের অছিয়ৎনামা ।৵০
২৮। ফতোয়া তাজকিয়ায়ে বাতেন ।/০
২৯। মাছায়েলে আরবা ।/০
৩০। মোছলেম রত্নহার ।৵০
৩১। নুরুল-হেদায়াৎ ।৵০
৩২। দাড়ি গোঁফ খেজাব সমস্যা ।৵০
৩৩। কেয়ামতের আলামৎ ।৵০
৩৪। কওলুছ ছাদীদ উরদু ১।৵০
৩৫। তাবিজের কেতাব ১ম ভাগ ১৲
৩৬। তাবিজের কেতাব ২য় ভাগ ১৲
৩৭। তাবিজের কেতাব ৩য় ভাগ ১৲
৩৮। চারি তরিকার শাজরা ৷৷০
৩৯। আরবী মিলাদ জুমার খোৎবা ৶০
৪০। মিলাদে মোস্তফা ৷৷/০

কেতাব পাইবার ঠিকানা—

মাদ্রাছাহ লাইব্রেরী,— পোঃ দারুচ্ছুন্নৎ, বরিশাল।

এমদাদিয়া লাইব্রেরী ৯৫, সদর রোড, বরিশাল

ঢাকার এজেন্ট—হামিদিয়া লাইব্রেরী চক বাজার, ঢাকা